অধ্যায় - ৩৪

উদীর মহিমা (ভাগ - ২)

১) ডাক্তারের ভাইপো ২) ডাক্তার পিল্লে ৩) শামার বৌদি ৪) ইরাণী কন্যা ৫) হরদার এক ভদ্রলোক ৬) বম্বের মহিলার প্রসব পীড়া।

এই অধ্যায়তেও উদীর মাহাত্ম্যের এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উদীর উপযোগিতা সিদ্ধ হয়, সেই সকল ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ডাক্তারের ভাইপো ঃ-

নাসিক জেলার মালেগ্রামে এক ডাক্তার থাকতেন। ওঁর ভাইপো এক অসাধ্য রোগে ভুগছিল। উনি এবং ওঁর ডাক্তার বন্ধুরা সমস্ত রকমের চিকিৎসা করেন, এমন কি অস্ত্রোপচারও করানো হয়। কিন্তু ছেলেটির তাতে কোন লাভ হয় না। ওর কষ্টের শেষ ছিল না। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুরা ছেলেটির বাবা-মাকে দৈবিক উপচার চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়ে শ্রীসাই বাবার শরণে যেতে বলে। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বাবা মাত্র নিজের দৃষ্টি দিয়েই অসাধ্য রোগের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। অতএব বাবা-মা ছেলেটিকে নিয়ে শিরডী আসেন। বাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁর শ্রী চরণে ছেলেটিকে রেখে অতি নম্র ভাবে মিনতি করেন- "প্রভু আমাদের উপর দয়া করুন। আপনার কীর্তির কথা শুনেই আমরা এখানে এসেছি। দয়া করে এই ছেলেটিকে রক্ষা করুন। প্রভু, আমাদের শুধু আপনিই ভরসা।" প্রার্থনা শুনে বাবার দয়া হয় এবং উনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- **"যে এই মস্‌জিদের সিঁড়িতে পা দেয়, তার জীবনে আর কোন দুঃখ থাকে না। চিন্তা কোর না, এই উদী নিয়ে ওকে লাগিয়ে দাও। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখো। ও এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। এটা মস্‌জিদ নয় দ্বারকাবতী এবং যে এর সিঁড়ি চড়ে, সে স্বাস্থ্য এবং সুখ লাভ করে এবং তার কষ্ট শেষ হয়ে যায়।"** ছেলেটিকে বাবার সামনে বসানো হলো। তিনি সেই রোগগ্রস্ত জায়গায় উপর হাত বুলাতে-বুলাতে ছেলেটিকে করুণাময় দৃষ্টিতে দেখছিলেন। রোগীকে দেখে প্রসন্ন মনে হচ্ছিল এবং উদী লাগাবার অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠে। ওর মা-

বাবা বাবাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যান।

এই লীলার কথা শুনে ছেলেটির কাকা, যিনি নিজে একজন ডাক্তার ছিলেন, খুবই আশ্চর্য্য হন এবং ওঁরও বাবার দর্শন করার আগ্রহ জাগে।

বম্বে যাওয়ার পথে ডাক্তারের ইচ্ছে হল বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু মালেগ্রাম ও মনমাডের কাছে কেউ বাবার বিরুদ্ধে কিছু বলে ওঁর কান বিষিয়ে তোলে। তাই উনি শিরডী যাওয়ার বিচার ছেড়ে সোজা বম্বে চলে যান। বাকি ছুটির কটা দিন উনি আলীবাগে কাটাতে চাইতেন। কিন্তু বম্বেতে তিন রাত্তির ধরে উনি একটাই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন- "এখনো কি তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে?" তখন ডাক্তার নিজের ধারণা বদলে শিরডী যাওয়া স্থির করেন। এদিকে বম্বেতে ওঁর এক রোগীর জ্বর কম হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তাই একবার ওঁর মনে হয় যে বোধহয় শিরডী যাত্রা স্থগিত করতে হবে। উনি মনে-মনেই একটা কথা পরীক্ষা করা স্থির করেন যে যদি রোগী সেদিন ভালো হয়ে যায় তাহলে পরের দিনই তিনি শিরডী রওনা হবেন। আশ্চর্য্যের কথা এই, যে সময় উনি এই এই রূপ মনস্থ করেন ঠিক সেই সময় থেকেই রোগীর জ্বর কমতে শুরু করে এবং তাপ ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে গেল। তখন উনি নিজের সংকল্প অনুযায়ী শিরডী পৌঁছন এবং বাবার দর্শন করে তাঁকে প্রণাম করেন। বাবা ওঁকে কয়েকটা এমন অভিজ্ঞতা দেন যে, উনি বাবার ভক্তে পরিণত হন।। ডাক্তার ওখানে চার দিন থাকেন এবং উদী ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে বাড়ী ফিরে আসেন। এক বছরের মধ্যেই পদোন্নতি হওয়ার পর ওঁর স্থানান্তরণ বীজাপুরে হয়। ভাইপোর রোগমুক্ততা ওঁকে বাবার দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করে এবং শিরডী যাত্রা ওঁর মনে শ্রীসাই চরণে প্রগাঢ় প্রীতি উৎপন্ন করে দেয়।

ডাক্তার পিল্লে ঃ-

ডাক্তার পিল্লে বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বাবাও ওঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং সব সময় 'ভাউ' বলে ডাকতেন। প্রায় সময় ওঁর সাথে কথাবার্তা করতেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শও নিতেন। ডাক্তারেরও সর্বদা এই-ই ইচ্ছে হত যে উনি সর্বদা বাবার কাছাকাছিই থাকেন। একবার ডাক্তার পিল্লের পায়ে একটি নালী ঘা হয়। উনি কাতর হয়ে কাকা সাহেব দীক্ষিতকে বলেন- "আমার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। আমি জানি এর প্রধান কারণ আমার পূর্বজন্মের কর্ম। বাবাকে গিয়ে আমার এই কষ্ট এবার দূর করতে বলো। আমি নিজের পূর্ব জন্মের কর্ম পরের দশ

জন্মে ভুগতে রাজী আছি।" তখন কাকাসাহেব দীক্ষিত বাবাকে ওঁর অনুরোধটি জানান। সাই তো দয়ারই অবতার। তিনি নিজের ভক্তদের কষ্ট চুপচাপ বসে কি করে দেখতেন? প্রার্থনাটি শুনে বাবা বিচলিত হয়ে দীক্ষিতকে বলেন- "পিল্লেকে গিয়ে বলো ঘাবড়াবার কিছু নেই। গত জন্মের কর্মের ফল দশ জন্মে কেন ভুগতে যাবে? কেবল দশ দিনেই সেটা শেষ হয়ে যাবে। আমি তো এখানে তোমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যই বসে আছি। **প্রাণত্যাগ করার ইচ্ছে কখনোই করা উচিত নয়।** যাও, কারো পিঠে চাপিয়ে ওকে এখানে নিয়ে এসো, আমি এক্ষুনি ওকে কষ্ট থেকে রেহাই পাইয়ে দেব।"

তখন ঐ অবস্থাতেই পিল্লেকে ওখানে আনা হয়। বাবা নিজের ডানদিকে ওর মাথার কাছে নিজের গদিটা দিয়ে আরাম করে শুইয়ে বলেন- "এর আসল ঔষধি তো এই যে পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করে জয় করে নেওয়া, যাতে তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমাদের কর্মই আমাদের সুখ-দুঃখের কারণ, তাই যা-ই পরিস্থিতি আসুক না কেন, তাতেই সন্তোষ রাখা উচিত। আল্লাই সব কর্মের ফল দেন এবং তিনিই সবাইকে রক্ষা করেন। এই বিশ্বাস রেখে সব সময় তাঁকেই স্মরণ করো। তিনি তোমার চিন্তা দূর করবেন। মনে-প্রাণে তাঁরই অনন্য শরণে যাও। তারপর দেখো তিনি কি করেন।" ডাক্তার পিল্লে বললেন- " আন্নাসাহেব আমার পায়ে পট্টী বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু আমার তাতে কোন লাভ হচ্ছে না।" "নানা তো বোকা। এই পট্টীটা সরাও, নয়তো মরে যাবে। একটু পরেই একটা কালো কাক এসে ঠোকর মারবে। তখন তুমি খুব শীঘ্র ভালো হয়ে যাবে।"

যে সময় এই সব কথাবার্তা চলছিল আব্দুল (যে মস্‌জিদে ঝাড়ু লাগাতো এবং প্রদীপ ইত্যাদি পরিষ্কার করত) সেখানে এসে উপস্থিত হল। প্রদীপ পরিষ্কার করতে-করতে হঠাৎ ওর পা ডাক্তার পিল্লের ঘায়ের উপর গিয়ে পড়ে। পাটা ফোলা তো ছিলই। তার উপর আব্দুলের পায়ের চাপ পড়তেই তার থেকে সাতটা ঘায়ের পোকা বেরিয়ে আসে। কষ্ট অসহ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং ডাক্তার পিল্লে জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শান্ত হয়ে গান গাইতে শুরু করেন। তখন বাবা বলেন- "দেখো, ভাউ এবার ভালো হয়ে গেছে এবং গান গাইছে। গানের বুলি ছিল -

দয়া করো আমার হালের উপর, করিম।
তোমারই নাম রহমান ও রহিম।

তুমিই দুই জগতের সুলতান।
পৃথিবীতে প্রকাশ পায় তোমারই 'শান'।
মিটে যাবে সব কারবার।
তোমারই করুণা -থাকবে বজায়।
প্রেমী-ভক্তের সদাই তুমি সহায়।

এবার পিল্লে জিজ্ঞাসা করেন- "ঐ কাকটি কখন এসে ঠোকর মারবে?" বাবা উত্তর দেন- "আরে, তুমি কি কাকটাকে দেখলে না? ও আর আসবে না। আব্দুল, যে তোমার পা চেপে দিলো, ঐ সেই কাক। ও ঠোকর মেরে তোমার ঘায়ের পোকা বার করে দিয়েছে। ও আর কেন আসবে? এবার গিয়ে বিশ্রাম করো। তুমি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে।"

খানিকটা উদী কপালে লাগিয়ে এবং কিছুটা জলে মিশিয়ে খেয়ে, কোন ওষুধ বা চিকিৎসা না করেই উনি দশ দিনেই সুস্থ ও নীরোগ হয়ে ওঠেন- বাবা ওঁকে যেমনটি কথা দিয়েছিলেন।

শামার ছোট ভাইয়ের বৌ ঃ-

শামার ছোট ভাই বাপাজী সামলী বিহারের কাছে থাকতেন। একবার ওঁর স্ত্রীর খুব জ্বর হয় ও দুটো প্লেগের গাঁট বেরিয়ে আসে। বাপাজী দৌড়ে শামার কাছে আসেন এবং সাহায্যের জন্য তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন। শামা ভয়ভীত হয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। নিজের নিয়ম অনুসারে বাবার কাছে গিয়ে প্রণাম করে সাহায্যর জন্য প্রার্থনা করেন এবং ভাইয়ের বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুমতি চান। বাবা বলেন- "এত রাত্তির হয়ে গেছে, এখন এই সময় কোথায় যাবে? শুধু উদী পাঠিয়ে দাও। জ্বর বা গাঁঠের চিন্তা কেন করছ? ভগবান তো আমাদের পিতা ও স্বামী। ও শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে। এখন যেও না। ভোরবেলা গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

শামার তো 'উদী'র উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বাপাজী সেটা নিয়ে গিয়ে খানিকটা গাঁটের ও কপালে লাগিয়ে লাগিয়ে দেন ও খানিকটা জলে গুলে রোগীকে খাইয়ে দেন। ওটা খেতেই রোগীর ঘাম বেরোতে শুরু করে এবং জ্বর কমতেই সে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন বাপাজী নিজের স্ত্রীকে সুস্থ দেখে খুবই অবাক হয়ে যান - জ্বর ও গাঁঠ দুটোই উধাও। শামা বাবার আজ্ঞা নিয়ে পরের দিন সেখানে পৌঁছে ভ্রাতৃবধূকে চা তৈরী করতে দেখে অবাক হয়ে যান। ভাইকে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে

পারেন যে বাবার উদী রোগ সমূলে নষ্ট করে দিয়েছে। তখন শামা বাবা কথা মর্ম বুঝতে পারেন- "ভোরবেলা যেও এবং তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

চা খেয়ে শামা ফিরে আসেন। বাবাকে প্রণাম করার পর বলেন- "দেব! এ কি নাটক? আগে ঝড় তুলে আমাদের অস্থির করে দাও, তারপর শীঘ্র আমাদের সাহায্য করে সব ঠিক করে দাও।" বাবা উত্তর দেন- "তুমি তো জানোই যে কর্মপথ বড় রহস্যপূর্ণ। যদিও আমি কিছু করি না, তবুও লোকেরা আমাকেই কর্মের জন্য দায়ী ঠাওরায়। আমি শুধু একটি দর্শক বা সাক্ষীমাত্র। **কেবল ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান এবং তিনিই প্রেরণা দেন। তিনি পরম দয়ালু। আমি ঈশ্বর বা মালিক কোনটাই নই। শুধু তাঁর এক আজ্ঞাবাহী সেবক এবং সব সময় তাঁকেই স্মরণ করি। যে নিরভিমান হয়ে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, তার কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং সে মুক্তি লাভ করে।**

ইরাণী কন্যা ঃ-

এবার এক ইরাণী মহাশয়ের অভিজ্ঞতা পড়ুন। ওঁর ছোট মেয়ে ঘন্টায়-ঘন্টায় অজ্ঞান হয়ে যেত। হাত-পা শক্ত হয়ে মাটিতে মাটিতে পড়ে যেত। নানা চিকিৎসার কোন লাভ হয় না। কিছু লোক ঐ ইরাণী ভদ্রলোকের কাছে বাবার উদীর বিষয় অনেক প্রশংসা করেন। তাঁরা জানান- "ভিলে পার্লেতে (বম্বে) কাকাসাহেব দীক্ষিতের কাছে উদী পেতে পারেন।" তখন উনি সেখান থেকে উদী এনে জলে গুলে মেয়েকে খাওয়ান। প্রথমে যে মূর্ছা এক ঘন্টা অন্তর হত, পরে সেটা সাত ঘন্টা অন্তর হয় এবং কিছুদিন পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

হরদার এক ভদ্রলোক ঃ-

হরদার এক ভদ্রলোকের পাথুরী রোগ ধরা পড়ে। এই পাথর সাধারণতঃ অস্ত্রপ্রচার করেই বার করা যেতে পারত। লোকেরাও ওঁকে সেই পরামর্শ দেয়। কিন্তু উনি খুবই দুর্বল ও বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাই অস্ত্রোপ্রচার করাবার সাহস হচ্ছিল না। এই অবস্থায় ওঁর কষ্ট কিভাবে লাঘব হতে পারত? ঐ সময় শহরের 'ইনামদার' সেখানে ছিলেন এবং ওঁর কাছে উদীও ছিল। কিছু বন্ধুদের পরামর্শে ভদ্রলোকটির ছেলে ইনামদারের কাছ থেকে খানিকটা উদী নিয়ে এসে জলে গুলে নিজের বৃদ্ধ পিতাকে খাইয়ে দেয়। কেবল পাঁচ মিনিটে, উদী পেটে যেতেই পাথর মল-মূত্রেন্দ্রিয় দ্বার থেকে বেরিয়ে

যায়। বৃদ্ধটি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করলেন।

বম্বের মহিলার প্রসব-পীড়া ঃ-

বম্বের কায়স্থ প্রভু জাতির এক মহিলার প্রসব কালে অসহ্য যন্ত্রণা হত। গর্ভবতী হলেই উনি ঘাবড়ে যেতেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তেন। ওঁর স্বামীর এক বন্ধু, শ্রীরাম মারুতি তাঁকে পরামর্শ দেন- "যদি এই ব্যথা থেকে মুক্তি চাও তো নিজের স্ত্রীকে শিরডী নিয়ে যাও।"

এরপর যখন মহিলা গর্ভবতী হন, তখন দুজনে শিরডী যান এবং সেখানে কয়েক মাস থাকেন। ওঁরা বাবার রোজ সেবা করতেন এবং তাঁর সৎসঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করেন। কিছু দিন পর মহিলার প্রসব কাল উপস্থিত হল এবং আগের মত গর্ভাশয়ের দ্বারে বাধা পাওয়ার দরুণ খুব বেশী যন্ত্রণা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর এক প্রতিবেশী মহিলা আসেন এবং মনে-মনে বাবার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে জলে উদী মিলিয়ে মহিলাটিকে খাইয়ে দেন। এরপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর কোন কষ্ট না হয়ে প্রসব সম্পন্ন হয়। বালক তো নিজের ভাগ্য অনুসারেই জন্মায়। কিন্তু ওর মা যন্ত্রণা ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে বাবার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে ছিলেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।